গাংনীর কাথূলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের বৃক্ষ রোপন

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে গাংনী উপজেলার কাথূলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের উদ্দ্যোগে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ কর্মসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি মুজিবুল হক মানিকের সভাপতিত্বে উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ইমরান হাবিব ও ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার আহম্মেদ উপস্থিত ছিলেন।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার উদ্যোগে ছাদবাগানে বৃক্ষরোপন

রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকা পরিবেশ রক্ষায় বাড়ির ছাদে সবুজ বাগান তৈরি করেছেন। তিনি কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রোটারীয়ান অজয় সুরেকার সহধর্মীনি। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করেই তিনি তার ছাদে ড্রাম ও টবে গাছ লাগিয়েছেন।

মঙ্গলবার তার ছাদবাগানে গিয়ে আরও কিছু গাছ লাগিয়ে বৃক্ষরোপন কর্মসুচির শুভ সূচনা করা হয়।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার উদ্যোগে প্রতিদিনের মতো এ বৃক্ষরোপনের কর্মসূচী পালন করা হয়।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট রোটারীয়ান কাজী শামসুন নাহার আলো এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকা বলেন, গাছের পরিচর্যার ব্যাপারে তিনি বলেন, বাগানের প্রত্যেকটা গাছকে তিনি নিজের সন্তানের মতোই যত্ন করেন। কোন ধরনের রাসায়নিক সার প্রয়োগ না করে জৈব সার ব্যবহার করেন।

পরিবেশ রক্ষায় বাড়ির ছাদে সবুজ বাগান তৈরি করেছেন কেন এমন প্রশ্নের জবাবে রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকা বলেন, বিষমুক্ত টাটকা ফল-মূল, শাক-সবজির স্বাদ আস্বাদনের জন্য ছাদে বাগানের কোন বিকল্প নেই। শহরের পরিবেশ রক্ষায় এ ধরণের ছাদ ও ব্যালকনি বাগানের ভূমিকা অপরিসীম।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার সেক্রেটারী রুয়াইম রাব্বী জানান, রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়া ৭ম দিনের মতো আহার প্রতিদিন এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে। এ ধারাবাহিকতা মঙ্গলবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় খাদ্য উপহার প্রদান করা হয়।প্রতিদিনের খাবার বিতরণের পাশাপাশি আজকের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রোটারিয়ান স্মৃতি সুরেকার বাড়ির ছাদে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে কর্মসুচির শুভ সূচনা করা হয়।

প্রশাসনের সু-নজরদারি না থাকায় ঝিনাইদহে কোচিং এর দৌরাত্ম্য কোনোমতেই থামছে না

ঝিনাইদহে সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে চলছে কোচিং সেন্টার। সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও কোচিংয়ের দৌরাত্ম্য কোনোমতেই থামছে না এখানে। জেলার বিভিন্ন স্থানে গোপনে চলছে এসব কোচিং বাণিজ্য। কোনো কোনো কোচিং সেন্টার চলছে অনলাইনের মাধ্যমে। কেউ কেউ স্থানীও প্রভাব শালীদের ছত্র ছায়ায় কোচিং চালাচ্ছেন, তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসলেই হুমকি স্বরূপ ফোন আসছে তাদের।

এছাড়াও কোচিং মাষ্টারদের কাছ থেকে সাংবাদিকরা চাঁদা দাবী সহ

ঝিনাইদহে বিএনপি নেত্রীর করোনা কালে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

ঝিনাইদহ জেলা জিয়া পরিষদের জ্যেষ্ঠ সহ সভাপতি সাহিদা ইসলাম শিরিনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২১৬জন দরিদ্রের মাঝে মহামারি করোনার সময় এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকে শহরের হামদহ খন্দকার পাড়ার নিজ বাসায় এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

এসময় সাহিদা ইসলাম শিরিন বলেন, আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ মহামারি করোনার সময় দরিদ্র মানুষের পাশে দাড়াতে পেরে অনেক ভালো লাগছে। দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে সমাজের বিত্তশালীদের আহবান জানান তিনি।

বিতরণকৃত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ১০কেজি চাল, ১কেজি মসুর ডাল, ১কেজি তেল।

গাংনীতে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি

মেহেরপুরের গাংনীতে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের গাংনী শাখার উদ্যোগে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী প্রেসক্লাবের সামনে এ অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। করোনা মহামারী মহাদুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে

আর্থিক অনুদান ও সহজ শর্তে ঋণের দাবিতে দেশব্যাপী এ অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে গাংনী প্রি-ক্যাডেট এন্ড হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন একই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জালাল আহমেদ। বক্তব্য রাখেন, হেমায়েতপুর মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইমরান হোসেন, সহকারী শিক্ষিকা দিলরুবা, হেমায়েতপুর প্রত্যাশা বিদ্যানিকেতনের শিক্ষক আব্দুল গাফফার ও এফ আই ইংলিশ ভার্শন স্কুলের পরিচালক ফিরাজুল ইসলাম ।

উপজেলার ২০টি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ২৫০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মসুচিতে অংশ গ্রহন করেন।

গাংনীতে কৃষি অফিসের উদ্যোগে বৃক্ষের চারা রোপন কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীতে “মুজিব শত বর্ষ” উপলক্ষে গাংনী কৃষি অফিসের উদ্যোগে বৃক্ষের চারা রোপন কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী কৃষি অফিসের পাশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিটি উপজেলায় ১০০ টি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির আওতায় একটি ফলজ গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কে এম শাহাবুদ্দিন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়াম্যান এমএ খালেক।

এসময় পার্টির (জেপি) সভাপতি আব্দুল হালিম, উপজেলা ছাত্রলীগের

সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ইমরান হাবিবসহ ছাত্রলীগের অন্যান্য নেতাকর্মী এবং কৃষি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ করোনা উপসর্গ নিয়ে দু’জনের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে জোবাইদা খাতুন ও বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম নামের দু ব্যাক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল দশ টার সময় গাংনী পশু হাসপাতাল পাড়ার আব্দুল গনির স্ত্রী জোবাইদা খাতুন(৭২) নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয় ।

অপরদিকে ঢাকা করমিটোলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাওট গ্রামের মৃত মকছেদ আলীর ছেলে বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালামের মৃত্যু হয়। উভয়ের বয়স ৭০ থেকে ৭২ বছরের মধ্যে।

সুত্র জানায়, গাংনী বাজারের পশু হাসপাতাল পাড়ার বাচ্চুর স্ত্রী ও গাংনী উপজেলা কমপ্লেক্সের স্¦◌াস্থ্য সহকারি ফারহানা ইয়াসমিন মেয়ে নুসরাত জাহান, জোবাইদা খাতুনের বড় ছেলে আক্তারুজ্জামান চঞ্চল করোনা আক্রান্ত হয়। কয়েকদিন আগে বৃদ্ধা জোবাইদার নমুনা সংগ্রহের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা তার বাড়িতে গেলে নমুনা দিতে রাজি হয়নি জোবাইদার পরিবার। এক পর্যায়ে ব্যার্থ হয়ে ফিরে আসে স্বাস্থ্যকর্মীরা। সর্দি,কাশি ও হালকা জ¦র নিয়ে তার মৃত্যু হয়।

একই পরিবারে তিনজন করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় দুশ্চিতার কারনে বৃদ্ধা জোবাইদার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন জোবাইদার পরিবার। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এম রিয়াজুল আলম জানান, স্বাস্থ্য সহকারি ফারহানাসহ তার পরিবারের কয়েকজন করোনা পজেটিভ হয়েছে। তবে তাদের অবস্থা ভাল। মৃত ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে রিপোর্ট আসলে মুত্যুর প্রকৃত কারণ বোঝা যাবে।

অন্যদিকে বাওট গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম শ^◌াসকস্ট ও ঠান্ডাজ¦রে ভুগছিলেন। কয়েকদিন আগে ঢাকার করমি টোলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মুত্যু হয়। আব্দুস সালাম দির্ঘদিন ধরে ঢাকায় আইন পেশার সাথে জড়িত। বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালামের লাশ তার নিজ গ্রাম বাওটে রাস্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হবে বলে জানান গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ।

এবার সরকারি উদ্যোগে কোরবানির পশুর ডিজিটাল হাট

করোনায় দেশের সিটি করপোরেশনগুলো এরইমধ্যে অন্যবারের তুলনায় পশুর হাটের সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে। অথচ গ্রামীণ অর্থনীতিতে কোরবানির ভূমিকা ব্যাপক। অসংখ্য চাষি ও ছোট বড় খামারিরা দেশের কোরবানির পশুর চাহিদা মেটাতে সারা বছর ধরে গরু-ছাগল পালন করে থাকেন।

এসব খামারি ও ক্রেতাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কোরবানির পশু কেনা-বেচার জন্য ডিজিটাল হাটের ব্যবস্থা করেছে। এটিই হবে সরকারি উদ্যোগে দেশের সবচেয়ে বড় ‘কোরবানির পশুর ডিজিটাল হাট’। করোনা পরিস্থিতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে ‘উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ’ প্রকল্প (আইডিইএ) এর আগে ‘ফুড ফর ন্যাশন’ নামের একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন করে। এরই আলোকে আইডিইএ প্রজেক্টের ‘স্টার্টআপ বাংলাদেশ’ ব্যানারে ডিজিটাল হাটের এই উদ্যোগটি গ্রহণ করে প্রকল্পটি।

এই হাটে ক্রেতারা ঘরে বসেই গরুর ছবি ও ভিডিও দেখার ও লাইভ ওজন জানার সুযোগ পাবেন। একইসঙ্গে তিনি গরু চাষি, খামারি বা ব্যাপারীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পাবেন। এরপর নির্দিষ্ট স্থান থেকে অথবা হোম ডেলিভারির ভিত্তিতে অর্থের

বিনিময়ে গরু সংগ্রহ করতে পারবেন।
দেশের সর্ববৃহৎ এই ডিজিটাল হাটের জন্য সারা বাংলাদেশ থেকে গরু- ছাগলের চাষি, খামারের মালিক ও সাধারণ পশু ব্যবসায়ীদের নিবন্ধন কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। উল্লেখিত পেশার যে কেউ https://foodfornation.gov.bd/qurbani2020/ ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে বিনামূল্যে নিবন্ধন করার সুযোগ পাবেন। নিবন্ধনের পর নিজস্ব প্যানেল থেকে পশুর ছবি, ভিডিও ও অন্যান্য তথ্য আপলোড করতে হবে।

এসব ছবি ও তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকার তার নিজ খরচে প্রচার করবে। ফলে ক্রেতারা সহজেই তাদের কোরবানির জন্য প্রয়োজনীয় পশু পছন্দের সুযোগ পাবেন এবং বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে ডেলিভারি নিতে পারবেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ফুড ফর ন্যাশন প্লাটফর্মটি কোরবানির পশুর জন্য দেশের সবচেয়ে বড় ম্যাচ মেকিং ডিজিটাল হাট হতে যাচ্ছে।

খামারি ও চাষিদের অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং ক্রেতা ও তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমি সারা দেশের খামারি ও চাষিদের অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা আপনাদের পশুর তথ্য নিয়ে এই প্লাটফর্মে আসুন। আমরা দেশের সবার স্বাস্থ্য সুরক্ষা অটুট রেখেই আমাদের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডগুলো চালু রাখতে চাই।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

পদ্মায় নৌকা ডুবিতে নিখোঁজ ৪

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর পদ্মা নদীতে দুইটি ডোঙা নৌকা ডুবিতে ৪ জন নিখোঁজের খবর পাওয়া গেছে। এঘটনায় আরো ৯ জন অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

মঙ্গলবার(০৭ জুলাই) সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে নদী সংলগ্ন সাদিপুর ইউনিয়নের ঘোষপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় এ নৌকা ডুবির

ঘটনা ঘটেছে।

নিখোঁজ ব্যক্তিরা হলেন- জেলার ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামের হারান শেখের ছেলে জুয়েল (৩০), নজু’র ছেলে জাকির (২৫), জলিলের ছেলে শরিফুল (৩১) ও রঞ্জিতের ছেলে জুবা (৩২)।

উদ্ধারকৃত ব্যক্তিরা হলেন একই এলাকার তুকা প্রামাণিকের ছেলে জহির(৩৩), কটার ছেলে বিপুল (৩০),আমজেদের ছেলে বকুল (৪০), শাহজামালের ছেলে সাজু (৩৫), ফজলের ছেলে তদে (৩২), আগা’র ছেলে সুলতান(৩০), মানিকের ছেলে মনসুর (৩২),খবিরের ছেলে জামিন (৩০) ও শামিমের ছেলে রিফাত (১৫)।এদের সবার পেশায় দিনমজুর।

জানা গেছে,ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের জামালপুর থেকে ইঞ্জিল চালিত করিমনে কুমারখালীর ঘোষপুর এসে দুইটি ডোঙা নৌকায় পদ্মা নদী পাড় হয়ে উলু ঘাস কাঁটাতে চরে যাচ্ছিল ১৩ জন দিনমজুর। একটি নৌকায় ছিল ৯ জন ও অপর নৌকায় ৪ জন।নদীর কুল থেকে একটু দুরে যাইতেই পানির প্রবল স্রোতে নৌকা দুটি ডুবে যায়। এরপর ৯ জন সাঁতার দিয়ে নদীর কুলে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেও এখনও নিখোঁজ রয়েছে ৪ জন।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে সাদিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তোফাজ্জেল হোসেন বলেন,করিম গাড়িতে এসে ডোঙা নৌকায় নদী পাড়ি দিয়ে চরে উলু ঘাস কাঁটতে যাওয়ার সময় দুইটি নৌকা ডুবে যায়।এরপর সাঁতার কেটে ৯ জন নদীর কুলে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেও এখন পর্যন্ত ৪ জন নিখোঁজ রয়েছে। উদ্ধারকৃতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ায় সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং এরা সবাই ভেড়ামারা উপজেলার জামালপুরের লোক।তিনি আরো জানান,নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য ফায়ার সার্ভিস কে খবর দেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে কুমারখালী ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা অমিয় কুমার বিশ্বাস জানান,সাদিপুর একটি রিমোর্ট এলাকা হওয়ায় আমরা এখনও ঘটনাস্থলে পৌছাতে পারিনি,তবে পাবনার ফায়ার সার্ভিস দল কাজ করছে।

এন্ড্রু কিশোরকে নিয়ে যেভাবে স্মৃতিচারণ করলেন জেমস

কিংবদন্তি শিল্পী এন্ড্রু কিশোরের মৃত্যুতে স্মৃতিচারণ করলেন দেশের আরেক জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী জেমস। তার স্মৃতিচারণায় উঠে আসে হৃদয়স্পর্শী কিছু কথা।

জেমস বলেন, “এন্ড্রু দা আমার কয়েক বছরের সিনিয়র। আমরা একই অঞ্চলের মানুষ। একসঙ্গে তার সঙ্গে কত গল্প, কত স্মৃতি বলে বোঝাতে পারব না। একটি পত্রিকার অনুষ্ঠানে তার হাত থেকে আমি ক্রেস্ট নিয়েছিলাম।

তার হাসিমাখা মুখ আর ওই ক্রেস্ট নেওয়ার মুহূর্তের আনন্দটা ছিল অসাধারণ। সে সময় তার সঙ্গে কানে কানে কথা হয়েছিল। ‘কেমন আছেন সব ঠিকঠাক তো?’ মনে হয় দুষ্টুমির ছলেই এ কথাটা বলেছিলাম। এন্ড্রু দা শুনে হাসছিলেন।

তার হাসিমাখা মুখটা ভুলে থাকা কঠিন, সত্যিই অনেক কঠিন! এক রকম সরলতা সব সময় বিরাজ করত তার চোখে-মুখে। সেই সরলতামাখা মায়াভরা মুখ আর কখনও দেখতে পাব না, এটা ভাবতেই পারছি না।

এন্ড্রু দার সঙ্গে আমার শেষ কথা হয় তিনি যখন সিঙ্গাপুর চিকিৎসাধীন ছিলেন তখন। ফোনে তার সঙ্গে কথা হয় অনেক। দাদাকে আমি চিকিৎসা বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলাম। ক্যান্সারের চিকিৎসা নেওয়ার সময় মাঝপথে মনে হয় ভালো হয়ে গেছি, এমন ভাবই হয়। যার ফলে অনেকেই আর পুরো চিকিৎসাটা করেন না। কেননা রোগী কিংবা তার স্বজনরা মনে করেন ভালো হয়ে গেছি। অনেক সময় ডাক্তাররাও সেটা মনে করেন।

একটা বিষয় আমি জানি, ক্যান্সারের জীবাণু, বিশেষ করে লিম্ফোমা যদি দ্বিতীয়বার ব্যাক করে তাহলে সেটা দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আসে। ডাক্তারের কাছেই শুনেছি। আমি এন্ড্রু দাকে বলেছি, আপনি কিন্তু পুরো চিকিৎসা করে একেবারে নিশ্চিত হয়ে দেশে আসবেন। সেদিন দাদা খুব খুশি হয়েছিলেন।

দাদা আজ আমাদের মাঝে আর নেই, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। সঙ্গীতে তার আসন কোথায় তা কারোরই বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

তিনি অনেক কিছুর ঊর্ধ্বে। তিনি তার গানেই আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন। দাদা যেখানে থাক, ভালো থাক- এটাই কামনা করি।”

সূত্র- বিডি প্রতিদিন